সংবাদ

তারিখ ... 16 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১-৩ ......

প্রতিবেদন প্রকাশ

শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং বা খাওয়ানো কর্মসূচি চালুর ফলে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শতভাগ ভর্তিতে ভূমিকা রাখছে। এতে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে। একই সঙ্গে স্কুলগুলোতে ফিডিং বহির্ভূত এলাকার স্কুলের তুলনায় শিক্ষার্থী : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

শিক্ষার্থী : ঝরে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত স্কুল ফিডিং কর্মসূচির বার্ষিক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। গতকাল রাজধানীর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইইডি) মিলনায়তনে 'দারিদ্র্য-পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি'র বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের খাবার (বিস্কুট) দেয়া হয়, সেখানে স্কুলগুলোতে ভর্তির হার আগের তুলনায় ৮ থেকে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। এসব স্কুলে এখন প্রায় শতভাগ শিক্ষার্থীর ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। পুষ্টি সমৃদ্ধ বিস্কুট শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ও সময়মতো স্কুলে উপস্থিতিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি ফিডিং এলাকার শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। স্কুলে খাওয়ানোর ফলে শিক্ষার্থীদের পুষ্টিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

তবে প্রতিবেদনের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, 'এখন জেলে, কুমার, নাপিত সবার মধ্যে একটা বোধ তৈরি হয়েছে। এই বোধ থেকেই আসলে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিনামূল্যে নতুন বই দেয়া একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। সহায়ক ভূমিকা রাখছে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি।'

২০১৩ সালের জুলাই থেকে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, পরিদর্শনের সময় স্কুল ফিডিং এলাকার স্কুলের মধ্যে ৯২ ভাগ স্কুলে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল, আর ওই এলাকার শতকরা ৬৪ ভাগ স্কুলে প্রদর্শনী সবজি বাগান সৃজন করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বেশিরভাগই নগদ অর্থের পরিবর্তে স্কুল ফিডিংয়ের পক্ষে অভিমত দিয়েছে। বিস্কুট বা রান্না করা খাবারের পক্ষে অভিমত দিয়েছেন এই সংখ্যা ৯৪ ভাগ, মাত্র ৬ ভাগ নগদ অর্থ প্রদানের অভিমত দিয়েছেন।

স্কুল ফিডিং কর্মসূচি পুরোপুরি বাস্তবায়নে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী সব শিক্ষার্থীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা, কর্মসূচির জন্য জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচিকে প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়া, দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বা দেশের মধ্যে ব্যবস্থাপনার সমন্বয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগান নিশ্চিতকরণ করা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাহ উল আলম, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রতিনিধি খ্রিস্টা রাডার ও ইউনিসেফের পাওয়ান কুচিতা।